জুলাই সরকার আপিল বিভাগের আদেশ অনুসরণ করে কোটা বিষয়ে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেও, আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার কারণে আন্দোলন আরো জোরালো হয়। এভাবে, কোটা আন্দোলন ২০২৪ এ এক কঠিন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে পরিবর্তন দাবি করছে। ১২ জুলাই ২০২৪ তারিখে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে এবং ঢাকার বাইরে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। শিক্ষার্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল বা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এদিন, সাবেক আইনমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি আন্দোলন চলতে থাকে, তবে সরকার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। তবে, বিক্ষোভকারীরা তা উপেক্ষা করে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আন্দোলনকারীরা সরকারের কাছে এক দফা দাবি জানাচ্ছে—কোটা পদ্ধতির পুরোপুরি সংস্কার, এবং বিশেষ করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যাতে সমস্ত অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে, রাজশাহীতে শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করে তাদের বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। সেইদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এবং অভিযোগ করেন যে, "মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।" আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল কোটা পদ্ধতির সংস্কার, যা তাদের চোখে বৈষম্যহীন এবং যৌক্তিক হতে হবে। ১৪ জুলাই ২০২৪-এ, আন্দোলনকারীরা সব গ্রেডে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে গণপদযাত্রা করে এবং রাষ্ট্রপতি বরাবর একটি স্মারকলিপি জমা দেন। কিন্তু, ওইদিন সন্ধ্যায় ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিতর্কিত মন্তব্য আন্দোলনকারীদের প্রতি ছিল অত্যন্ত সমালোচিত। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে, তিনি আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' বলে মন্তব্য করেন, যা ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে।

এই মন্তব্যের পর, রাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আরো জোরালো হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটি আন্দোলনের এক নতুন স্তরে পৌঁছায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে, এবং তাদের দাবির প্রতি আরও দৃঢ় অবস্থান গড়ে তোলে। এই পরিস্থিতি আন্দোলনকে আরো উত্তপ্ত করে তোলে, এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপরে ছাত্রলীগ অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সহিংস সংঘর্ষে পুলিশ, রযাব, বিজিব এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র, যুব ও স্বেচ্ছাসেবক শাখার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে, যা আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যন্ত সহিংসতা সৃষ্টি করে। সংঘর্ষের পরের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনকারীরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগসহ আওয়ামীলীগ সরকারের শোষণ-উৎপীড়ন বন্ধ করার দাবি জানাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ জুলাই বাংলাদেশের একযোগে ক্র্যাকডাউন শুরু হয় রাজধানী ঢাকাতে। পুলিশ, বিজিবসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যুদ্ধাঙ্গ্র সহকারে হেলিকপ্টারে করে সাধারণ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে তীব্র বেগে গোলাগুলি শুরু করে। এই ঘটনা সারাদেশে সংঘটিত হয়। ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কের সামনেও ঘটে। আওয়ামীলীগ বাহিনীর তাম্বব রাকিব তার কাজের জায়গা থেকে দেখতে পান। তিনি এই নির্যাতন দেখে সহ্য করতে না পেরে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের সাথে রাস্তায় নেমে পড়েন। সে সময় সামনে থেকে আসা পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। তার বন্ধু ও আশেপাশের আন্দোলনকারীরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন এবং কুর্মিটোলা হসপিটালে নিয়ে যান। রাকিবের ভাই তৎক্ষণাৎ সংবাদ পেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে লোকজনের কাছে সাহায্য চান কুর্মিটোলা হসপিটাল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। সেখানে মর্ডান হসপিটাল এর এক ডক্টর এবং এক অ্যান্থ্রোলপ্স ড্রাইভার তাকে সাহায্য করেন। ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাকে নিয়ে আসার। সে সময় শাকিব সরকারী বাহিনীর বর্ষর হতাকাভ প্রত্যক্ষ করেন। পুলিশ তাদের এম্বুলেন্সের উপরে গোলা বারুদ নিক্ষেপ করে। দুপুরে রাকিবকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শাকিব সন্ধ্যায় কিছু পরে গিয়ে উপস্থিত হন। রাকিব ততক্ষণে মারা গিয়েছিল। রাকিবের বন্ধু মর্গের বাইরেই অপেক্ষা করছিল কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ রাকিবের থাকার বিষয়ে নাকোচ করে দেন। যদিও পরে দেখা যায় রাকিব মর্গেই ছিল। শাকিব ফিউচার পার্কের বাসায় ড্রাইভার এর কাজ করতো বিধায় অবস্থা বেগতিক দেখে যমুনা গ্রুপের মালিক বাবুল সাহেবের জ্বর কাছে ফোন দিয়ে তার সমস্যার কথা জানান। ঐ মুহূর্তে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন যে তাদের মর্গে দুই জন আন্দোলনকারীর মৃতদেহ আছে।

তিনদিন ধরে রাকিবের মৃতদেহ বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পরে অবশেষে সোমবার শাকিব সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে রাকিবের মৃতদেহ বুঝে পান। কিন্তু পুলিশের নির্দেশে মর্গ থেকে জানানো হয় যে, এক ঘন্টার মধ্যে দাফন করতে হবে। এসব কারণে লাশ নিজেদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারেননি। রাকিবের শেষ ঠিকানা হয় গাজীপুরের কাশিমপুরের বরিশাইল্লা কবরস্থানে। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে, তবে সরকারী বাহিনীর সহিংস দমন-পীড়নের কারণে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সারাদেশে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের শোষণ ও উৎপীড়ন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এর ফলে, ৪ আগস্ট ২০২৪ সারা দেশে ছাত্র জনতা রাস্তায় নামে এবং তাদের ওপর সরকারের বাহিনী গুলি চালায়, যা আন্দোলনকে আরও সহিংস করে তোলে। এই আন্দোলন শেষে, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শোষণ এবং উৎপীড়নের অবসান ঘটে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দের অনুভূতি :

শহীদের বাবা : "আমার ছেলোটো আমার কলিজার টুকরা ছিল। এমন অসাধারণ সন্তানের জন্য আমি গর্ববোধ করি। আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। শহীদের বড় ভাই : " আমার ভাই ছিল অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও ভীষণ বিনয়ী। কোনো ঝামেলার মধ্যে কখনও জড়ায়নি। ও এতো লাজুক ছিল যে আমার প্রতিবেশীরা মনে করত আমরা শুধু দুই ভাই। আমার ছোট ভাইটা একটু জেদ করে কিন্তু রাকিব কখনো কোনো কিছুর জন্যই জিদ করেনি। আমার বাবা কিছু কারণবশত প্রবাস থেকে টাকা পাঠাতে পারতেন না এজন্য আমাকে ১২ বছর বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়। ও আমাকে এত বুঝতো যে আমার কাছে কখনো মুখ ফুটে কোন কিছু চাইতো না এমন কি প্রয়োজনীয় জিনিস আমি নিজেই কিনে দিতাম। ও আমাকে সাহায্য করার জন্য এবং সংসারের হাল ধরার জন্য বাবার সঙ্গে বিদেশে যেতে চেয়েছিল। আমার ছোট দুইটা বাচ্চাকে ও ভিঘন ভালবাসতো। ছেলোটোর সাইকেল চালানোর খুব শখ ছিল দেখে ও ওর বন্ধুর কাছে ৬০০০ টাকা ধার চেয়েছিল একটা সাইকেল কিনে দেয়ার জন্য। কিন্তু সাইকেল কিনে দেয়ার সময়টা আর পেল না। ও মারা যাওয়ার পরে ওর বন্ধুরা এসে আমাকে এইসব জানিয়েছে।

সাহায্য যদি কিছু করতে পারেন, আমাদের দেশে কামার খোলা রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এ রাস্তাটা রাকিবের নামে করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। নবাবগঞ্জ থানায় ডিসি অফিসে এই নিয়ে কথা হয়েছে আপনারা যদি একটু দেখতেন, আর স্যার আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আল্লাহ ভালো রাখছে।

শহীদের ছোট ভাই : ভাই আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি কত জিদ করতাম, ভাই কোনদিন রাগ করেনি। তিনি অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। আমি আমার ভাইকে খুব মিস করি।

শহীদের বন্ধু : নিজের বন্ধু বলে বলছি না, ওর মতন মানুষ হয় না। আমাদের যে কারোর যেকোনো প্রয়োজনে ও সব সময় এগিয়ে আসতো। সব সময় কত চূপচাপ শান্ত হয়ে থাকতো, অথচ কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি। আমাদের জোর দাবি তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদি মর্যাদা দেয়া হোক।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম : শেখ রাকিব

জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

পেশা : ওয়েল্ডিং কর্মী

মাসিক আয় : ৮০০০

স্থায়ী ঠিকানা : বিভাগ: ঢাকা, জেলা: নবাবগঞ্জ, থানা: চুরাইন, গ্রাম: কামারখোলা

বর্তমান ঠিকানা : জেলা: গাজীপুর, থানা: কালিয়াকৈর

অঞ্চল : সফিপুর, মানজারমনিংক, পাড়া: পশ্চিমপাড়া

পিতার নাম : মিজানুর রহমান (ওরফে ছমায়ুন কবির)

পেশা : প্রবাসী (বাহারাইন দেশে কর্মরত)

বয়স : ৪৯

মাতার নাম : সুইটি

পেশা : গৃহিণী

বয়স : ৩৯

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৭ জন

ঘটনার স্থান : যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে, ঢাকা

আক্রমণকারী : পুলিশ (গলায় গুলি করেছিল)

আহত হওয়ার সময় : ১৭ জুলাই, দুপুর ২ ঘটিকা

নিহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৭/৭/২৪, দুপুর দুই ঘটিকা (ঘটনা স্থলে)

কবরস্থান : গাজীপুর কাশিমপুর লস্কর চলা বরিশাইল্লা কবরস্থান

মৃত্যুর তারিখ : ১৭/৭/২৪

মৃত্যুর স্থান : যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে

কবরের অবস্থান : গাজীপুর কাশিমপুর লস্কর চলা বরিশাইল্লা কবরস্থান, খুব ইচ্ছা ছিল নবাবগঞ্জ কামারখলা

কবরস্থানে দেশের বাড়িতে কবর দেওয়ার, পারি নাই, নেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না

রাকিবের মৃত্যুর কারণ : পুলিশ গলায় গুলি করছিল, আমার ভাইয়ের দোষ ছিল শুধু ছাত্রদের সাথে দাঁড়িয়েছিল